দৈনিক সংবাদ

... 30 APR 1991
পৃষ্ঠা... ৬ ... কলাম ... ৭

(26

14

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের পদোন্নতিতে অনিয়ম

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা, ২২শে এপ্রিল।– কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী– কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদানে চরম অনিয়ম চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৯শে মার্চ বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এসব অবৈধ পদোন্নতি এবং চরম অনিয়ম সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য চিঠি দেয় (পত্র নং শাঃ ৪/৯–১/৯১/৯২ তারিখ ১৯/৩/৯১ ইং)। কিন্তু তদন্ত কমিটি আজ পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী এক অফিস আদেশে (নং ৪৮/৯১) ৬ জন হেডক্লার্ককে পদোন্নতি প্রদান করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করেন। এই ৬ জন পদোন্নতি প্রাপ্তের মধ্যে ৪ জনই মেট্রিক পাস। পদোন্নতি পাবার সুবাদে এই ৪ জন মেট্রিক পাস কর্মকর্তা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের মার্কশীটে স্বাক্ষর করতে পারবেন।

যে ৬ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয় তারা হলেন ঃ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের হেডক্লার্ক মোঃ শামসুল করিম মজুমদার। মেট্রিক পাস মজুমদার, প্রশাসনিক অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। মাধ্যমিক শাখা–১–এর হেডক্লার্ক ফজলুর রহমান ভূঞা পদোন্নতি পেয়ে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়েছেন। তিনি বিএ পাস। মেট্রিক পাস হেডক্লার্ক এবিএম শামসুল হুদা চৌধুরী পদোন্নতি পেয়েছেন সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে। মাধ্যমিক শাখা–২–এর হেডক্লার্ক মাহামদুর রহমান পদোন্নতি পেয়েছেন সহ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে। তিনি বিএ পাস। গোপনীয় শাখার হেডক্লার্ক মেট্রিক পাস আয়েত আলী ও উচ্চ মাধ্যমিক–১–এর হেডক্লার্ক মেট্রিক পাস মোঃ আবদুল মজিদ পদোন্নতি পেয়ে হয়েছেন সহ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

এবছরের ১লা মার্চ থেকে কার্যকর এসব পদোন্নতির অফিস আদেশের মন্তব্যে বলা হয়েছে, 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিষয় বিবেচনায় শিক্ষাগত যোগ্যতা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুপারিশক্রমে বোর্ড কর্তৃক শিথিল করা হয়েছে।'

দুর্নীতির শাস্তি ঃ পদোন্নতি

বোর্ডের গোপনীয় শাখার এক সময়ের প্রধান সহকারী জিয়াউল হাসান ২টি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন। বোর্ডের তদন্ত কমিটি এসব দুর্নীতির সাথে জিয়াউল হাসান জড়িত বলে রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে প্রথমে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরে উপ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক করা হয়।

গোপনীয় শাখার প্রধান সহকারী থাকাকালে জিয়াউল হাসানকে ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিজ কন্যাকে ১৭ নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসনিক শাখায় বদলি করা হয়। কিন্তু এরপর তিনি পদোন্নতি লাভ করে প্রথমে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরে উপ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হন। বর্তমানে তিনি এই পদে কর্মরত আছেন।

১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা বন্টনে অনিয়ম ঘটলে এ সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ অনিয়মের জন্য জিয়াউল হাসানকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্তই শেষ। জিয়াউল হাসানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এই অনিয়মের ঘটনায় চৌমুহনী কেন্দ্রের ইংরেজী প্রথমপত্রের খাতা চৌমুহনীর বিভিন্ন পরীক্ষককে দেয়া হয়েছিল। যা ছিল বোর্ডের বিধির বরখেলাপ।